সৃষ্টি

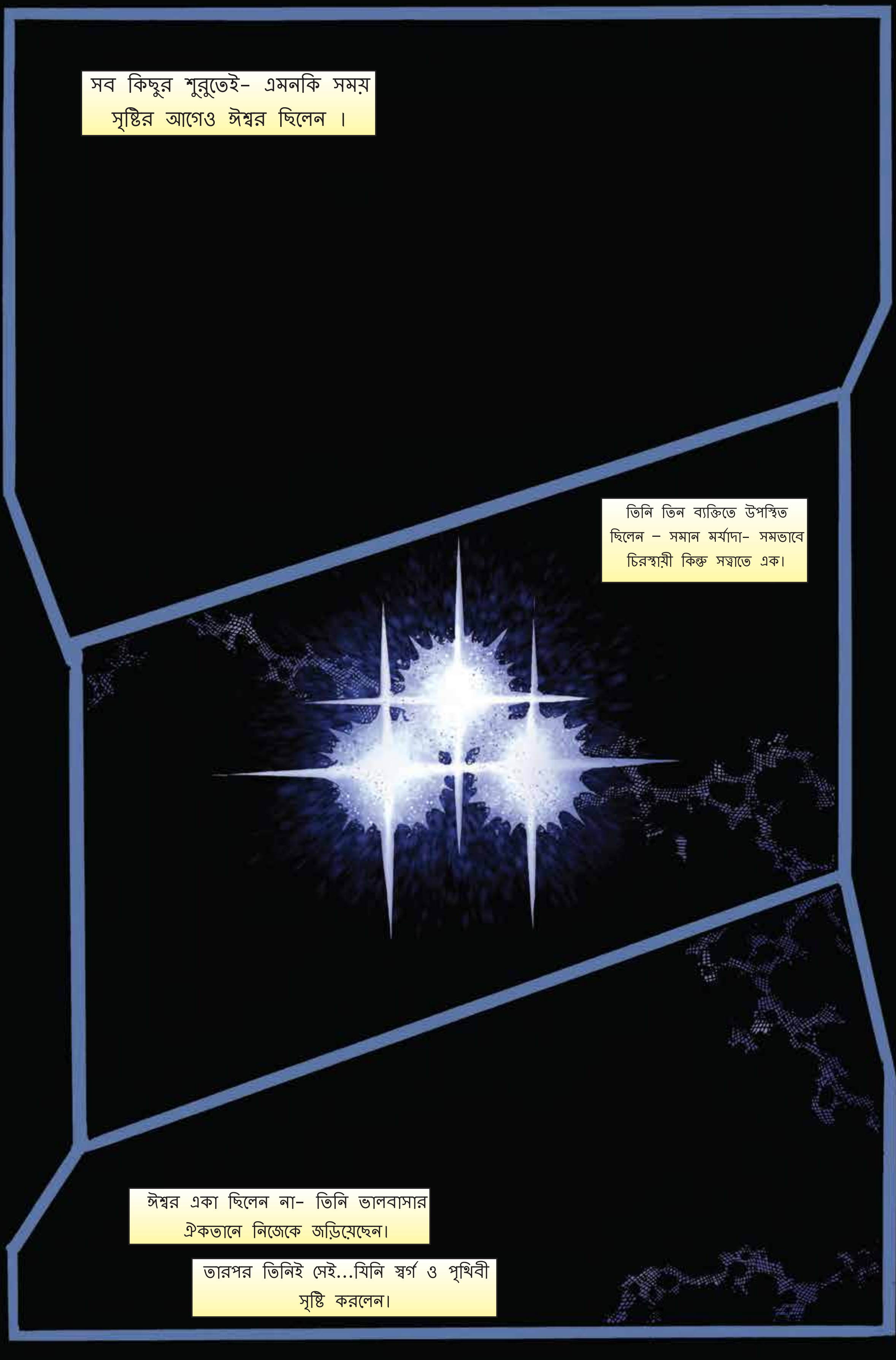
সব কিছুর শুরুতেই- এমনকি সময় সৃষ্টির আগেও ঈশ্বর ছিলেন ।
তিনি তিন ব্যক্তিতে উপস্থিত ছিলেন – সমান মর্যাদা- সমভাবে চিরস্থায়ী কিন্তু সত্বাতে এক।
ঈশ্বর একা ছিলেন না- তিনি ভালবাসার ঐকতানে নিজেকে জড়িয়েছেন।
তারপর তিনিই সেই...যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

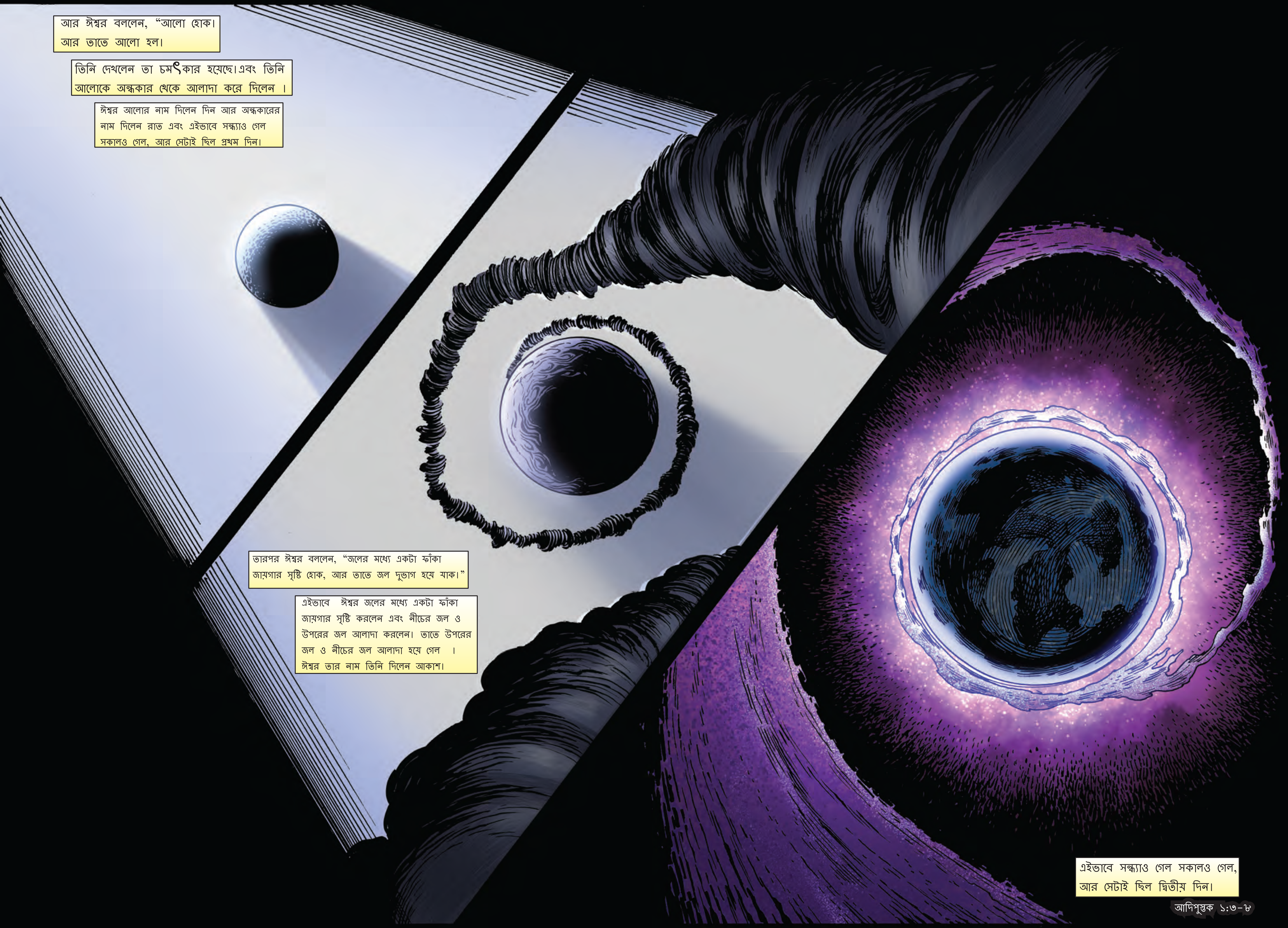
আর ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক। আর তাতে আলো হল।
তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।এবং তিনি আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করে দিলেন ।
ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত এবং এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।
তারপর ঈশ্বর বললেন, “জলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে জল দুভাগ হয়ে যাক।”
এইভাবে ঈশ্বর জলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নীচের জল ও উপরের জল আলাদা করলেন। তাতে উপরের জল ও নীচের জল আলাদা হয়ে গেল । ঈশ্বর তার নাম তিনি দিলেন আকাশ।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল দ্বিতীয় দিন।
আদিপুস্তক ১:৩-৮

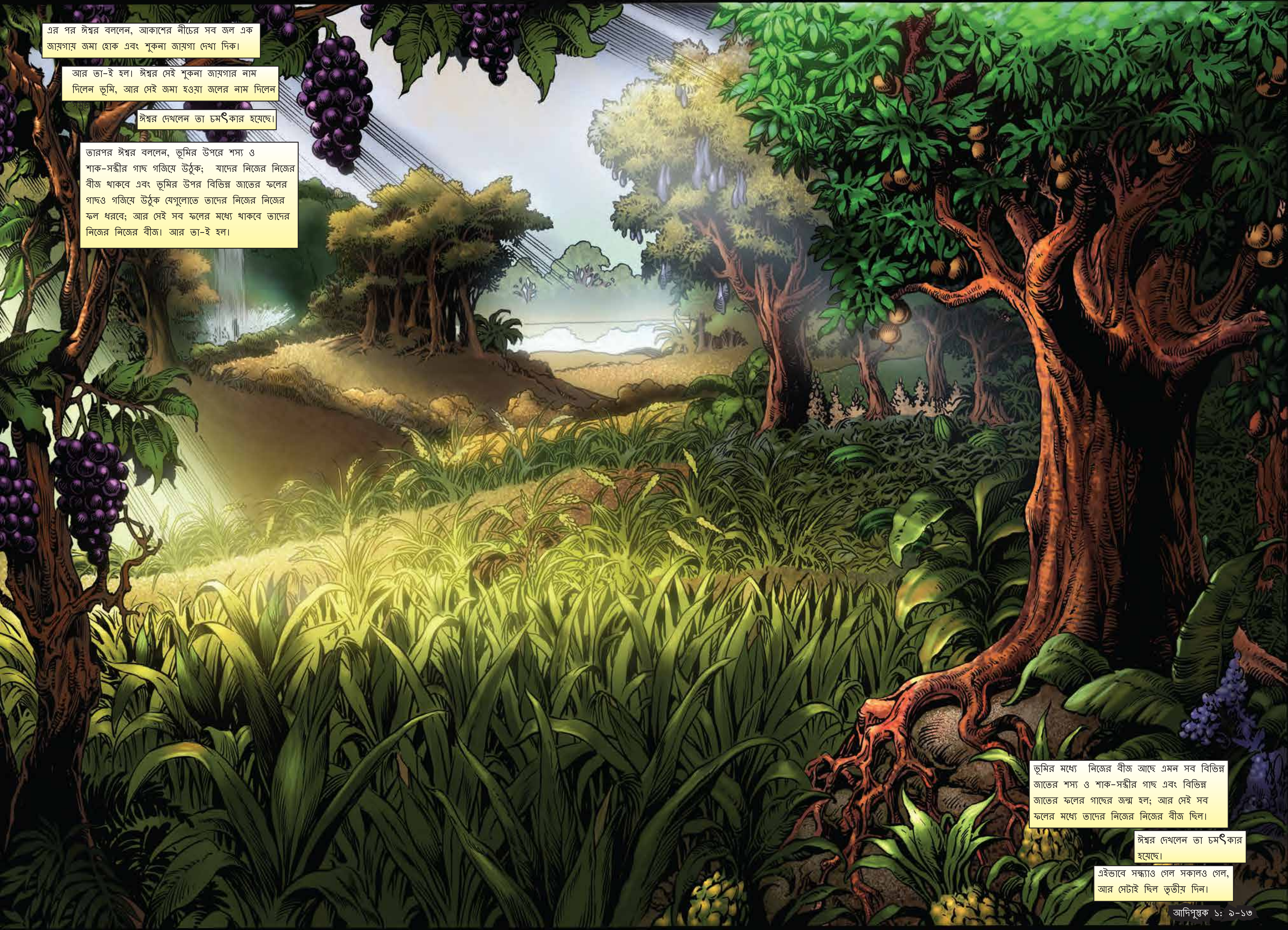
এর পর ঈশ্বর বললেন, আকাশের নীচের সব জল এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিক।
আর তা-ই হল। ঈশ্বর সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া জলের নাম দিলেন সমুদ্র।
ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
তারপর ঈশ্বর বললেন, ভূমির উপরে শস্য ও শাক-সব্জীর গাছ গজিয়ে উঠুক; যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে এবং ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে; আর সেই সব ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ। আর তা-ই হল।
ভূমির মধ্যে নিজের বীজ আছে এমন সব বিভিন্ন জাতের শস্য ও শাক-সব্জীর গাছ এবং বিভিন্ন জাতের ফলের গাছের জন্ম হল; আর সেই সব ফলের মধ্যে তাদের নিজের নিজের বীজ ছিল।
ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।
আদিপুস্তক ১: ৯-১৩

সৃষ্টির চতুর্থ দিনে ঈশ্বর সূর্য্য চাঁদ তারা এবং মহাকাশ সৃষ্টি করেছিলেন ।
তারপর ঈশ্বর বললেন, আকাশের মধ্যে আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক, আর তা রাত থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক। আকাশ থেকে সেগুলো পৃথিবীর উপর আলো দিক।
ঈশ্বর দুইটা বড় আলো তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে দিনের উপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের উপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরী করলেন। তা ছাড়া তিনি তারা ও তৈরী করলেন।
তিনি সেগুলোকে আকাশের মধ্যে স্থাপন করলেন যাতে সেগুলো পৃথিবীর উপর আলো দেয়, দিন ও রাতের উপর রাজত্ব করে আর অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে রাখে।
ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল চতুর্থ দিন।
আদিপুস্তক ১: ১৪ -১৯

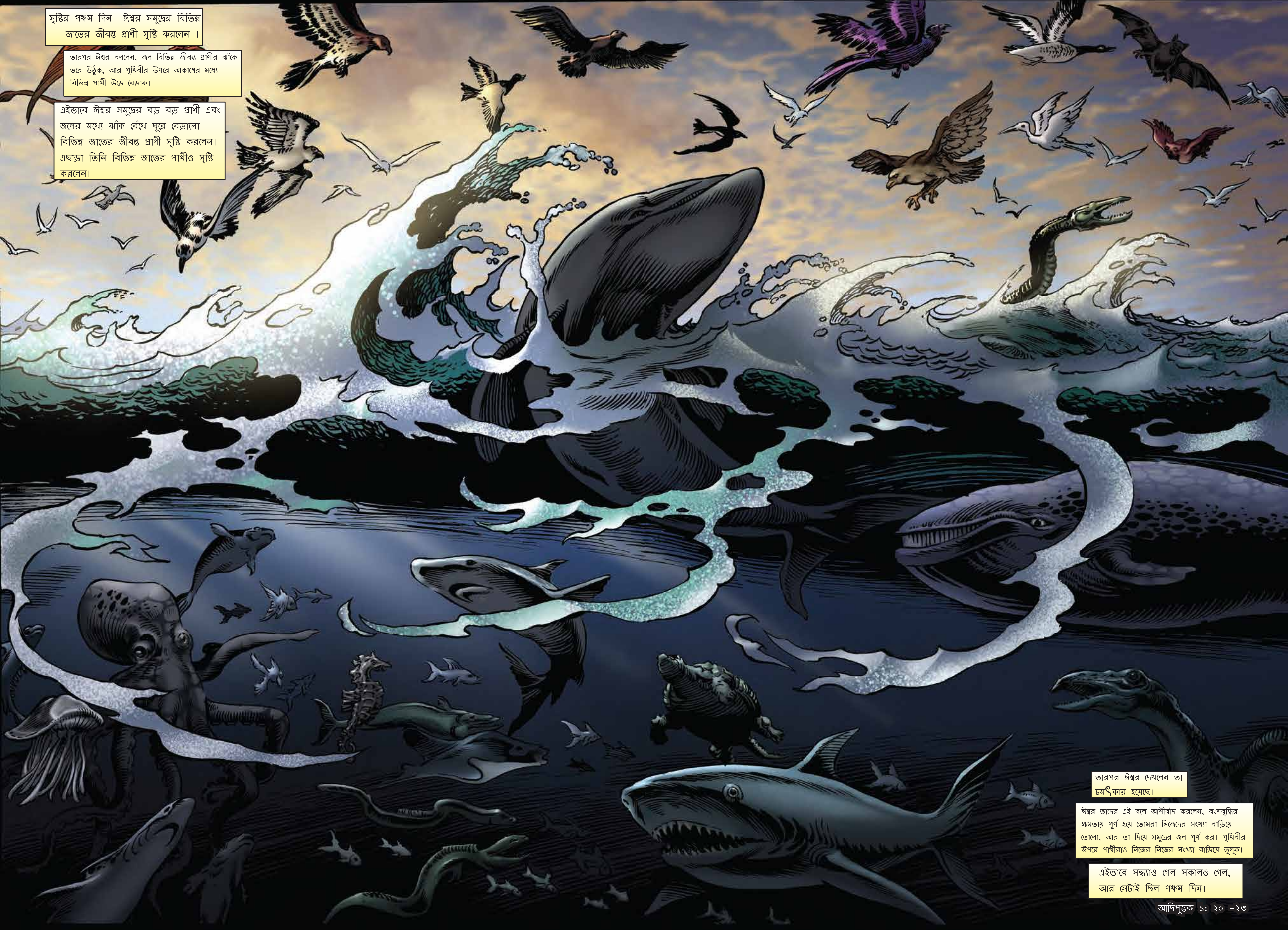

সৃষ্টির পঞ্চম দিন ঈশ্বর সমুদ্রের বিভিন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন ।
তারপর ঈশ্বর বললেন, জল বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর পৃথিবীর উপরে আকাশের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।
এইভাবে ঈশ্বর সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং জলের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন।
তারপর ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
ঈশ্বর তাদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তোমরা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলো, আর তা দিয়ে সমুদ্রের জল পূর্ণ কর। পৃথিবীর উপরে পাখীরাও নিজের নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।
আদিপুস্তক ১: ২০ -২৩

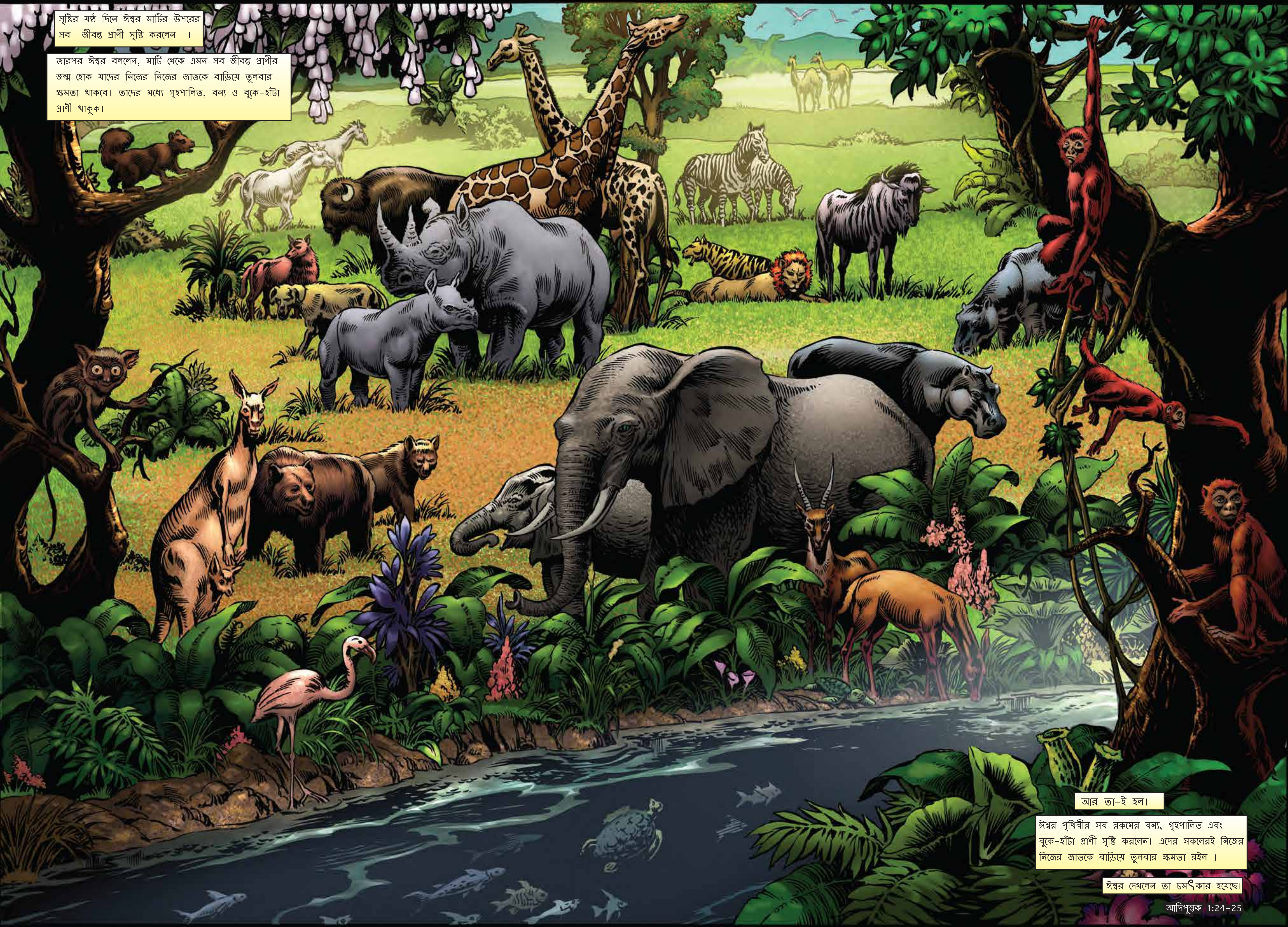
সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর মাটির উপরের সব জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন ।
তারপর ঈশ্বর বললেন, মাটি থেকে এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম হোক যাদের নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।
আর তা-ই হল।
ঈশ্বর পৃথিবীর সব রকমের বন্য, গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এদের সকলেরই নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা রইল ।
ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
আদিপুস্তক 1:24-25

সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর ভূমির মাটি দিয়ে একটি নতুন প্রানী সৃষ্টি করলেন ।
ঈশ্বর সেই মাটির দেহে নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন-বায়ূ ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল। ঈশ্বর তাঁর নিজের মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন।
ঈশ্বর তার নতুন প্রানীর নাম দিলেন মানুষ এবং তাকে আদম নামে ডাকলেন ।
ঈশ্বর তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন । সেগুলো সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছিল।

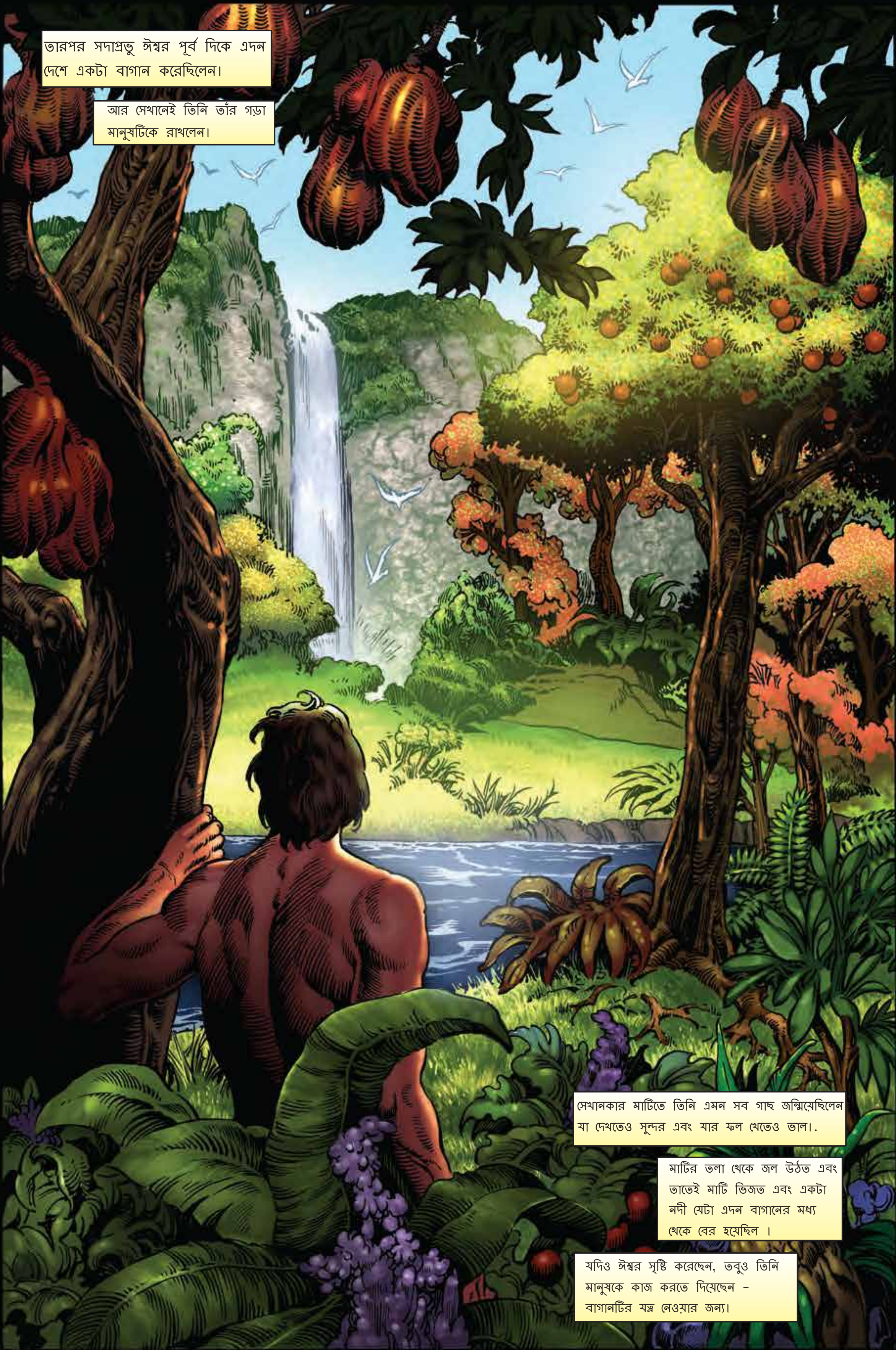
তারপর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদন দেশে একটা বাগান করেছিলেন।
আর সেখানেই তিনি তাঁর গড়া মানুষটিকে রাখলেন।
সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল।.
মাটির তলা থেকে জল উঠত এবং তাতেই মাটি ভিজত এবং একটা নদী যেটা এদন বাগানের মধ্য থেকে বের হয়েছিল ।
যদিও ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি মানুষকে কাজ করতে দিয়েছেন - বাগানটির যত্ন নেওয়ার জন্য।

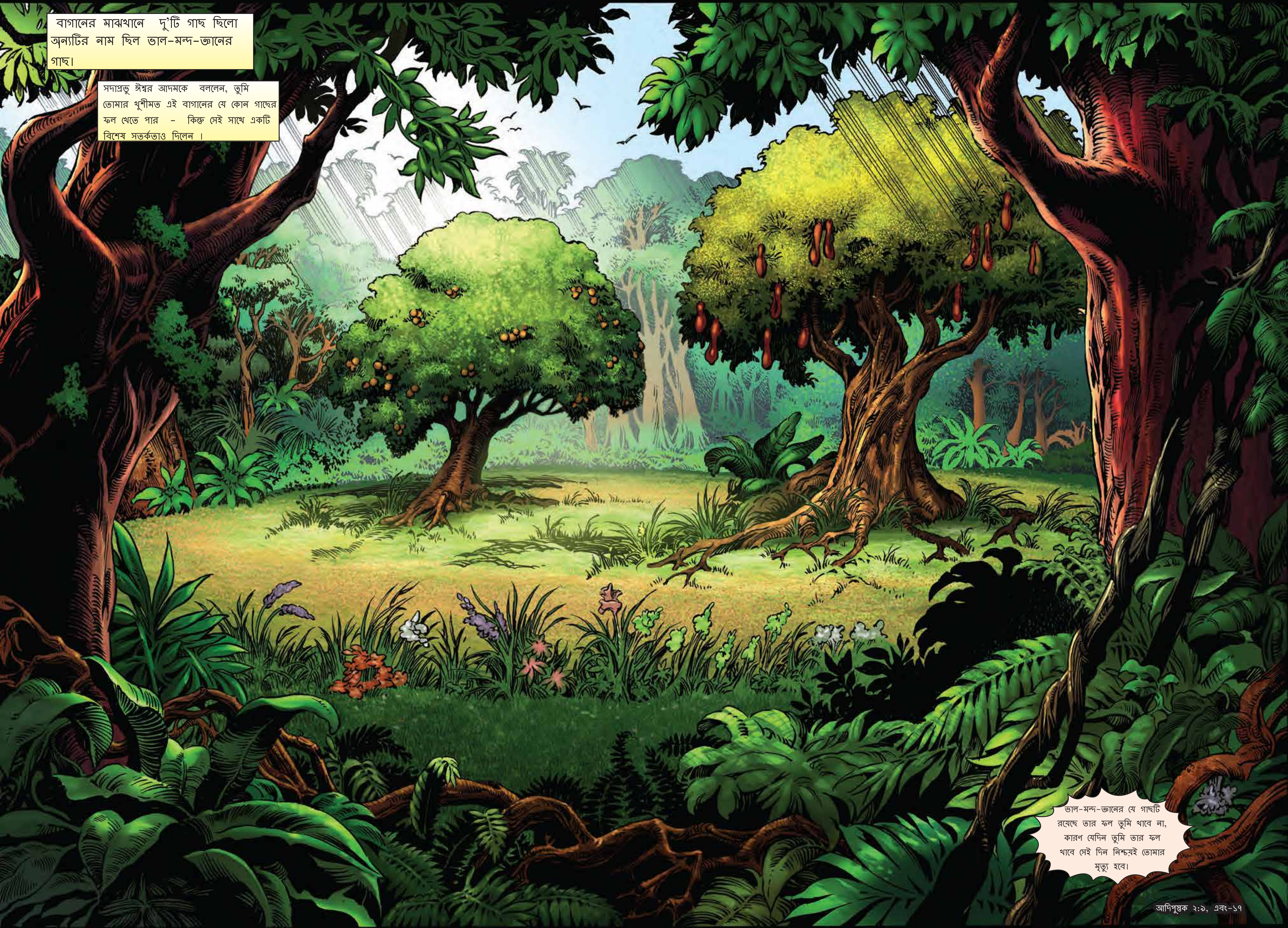
বাগানের মাঝখানে দু'টি গাছ ছিলো অন্যটির নাম ছিল ভাল-মন্দ-জ্ঞানের গাছ।
সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে বললেন, তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার - কিন্তু সেই সাথে একটি বিশেষ সতর্কতাও দিলেন ।
ভাল-মন্দ-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।
আদিপুস্তক ২:৯, এবং-১৭

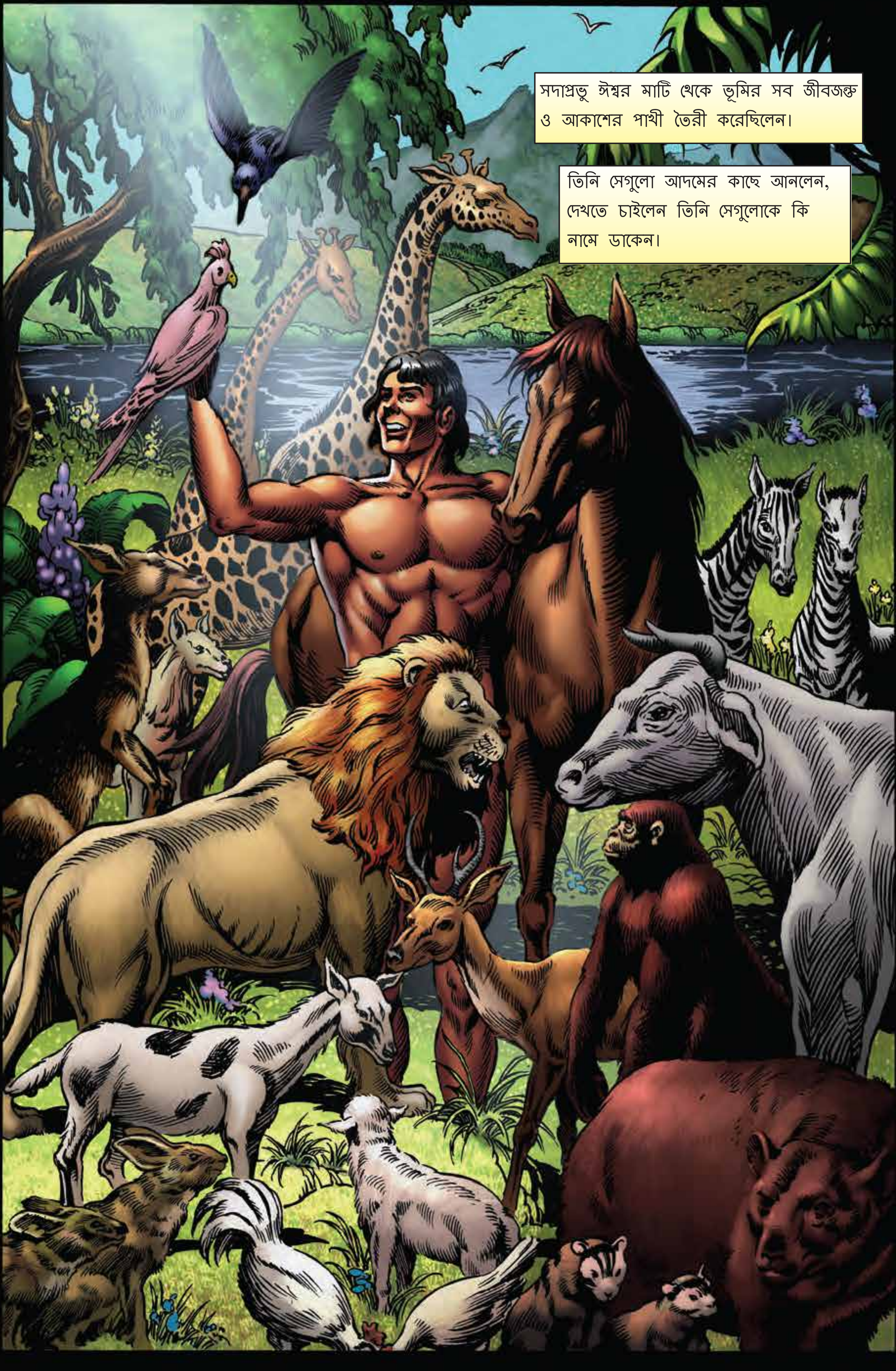
সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ভূমির সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখী তৈরী করেছিলেন।
তিনি সেগুলো আদমের কাছে আনলেন, দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি নামে ডাকেন।

প্রতিদিন আদমের ঈশ্বররে সাথে সরাসরি কথা বলবার এবং তারঁ সাথে আনন্দপূর্ণ বন্ধুত্বের সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন ।

ঈশ্বর আদমের হৃদয়ের শূন্যতা দেখেছিলেন এবং তিনি জানতেন মানুষের একা থাকা ভালো নয়।
কিন্তু আদম যখন পশুপাখীদের জোড়া দেখছিলেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার একজন উপযুক্ত সঙ্গী নেই।
ঈশ্বর তারপর তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনার পরবর্তী বৃহত্তর পদক্ষেপ প্রকাশ করলেন ।

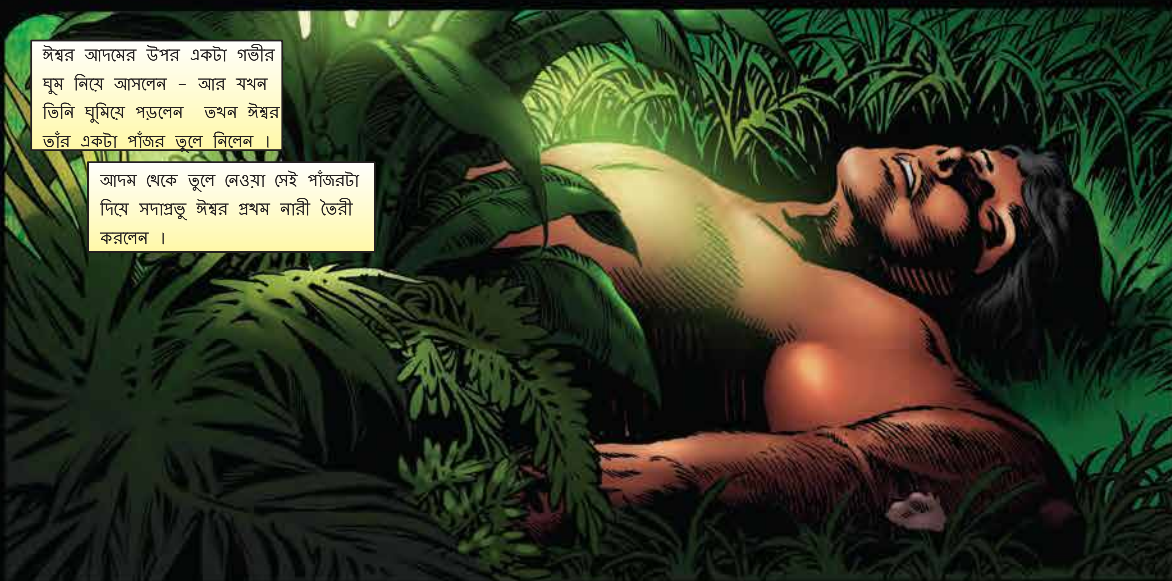
ঈশ্বর আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন - আর যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন তখন ঈশ্বর তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিলেন ।
আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর প্রথম নারী তৈরী করলেন ।

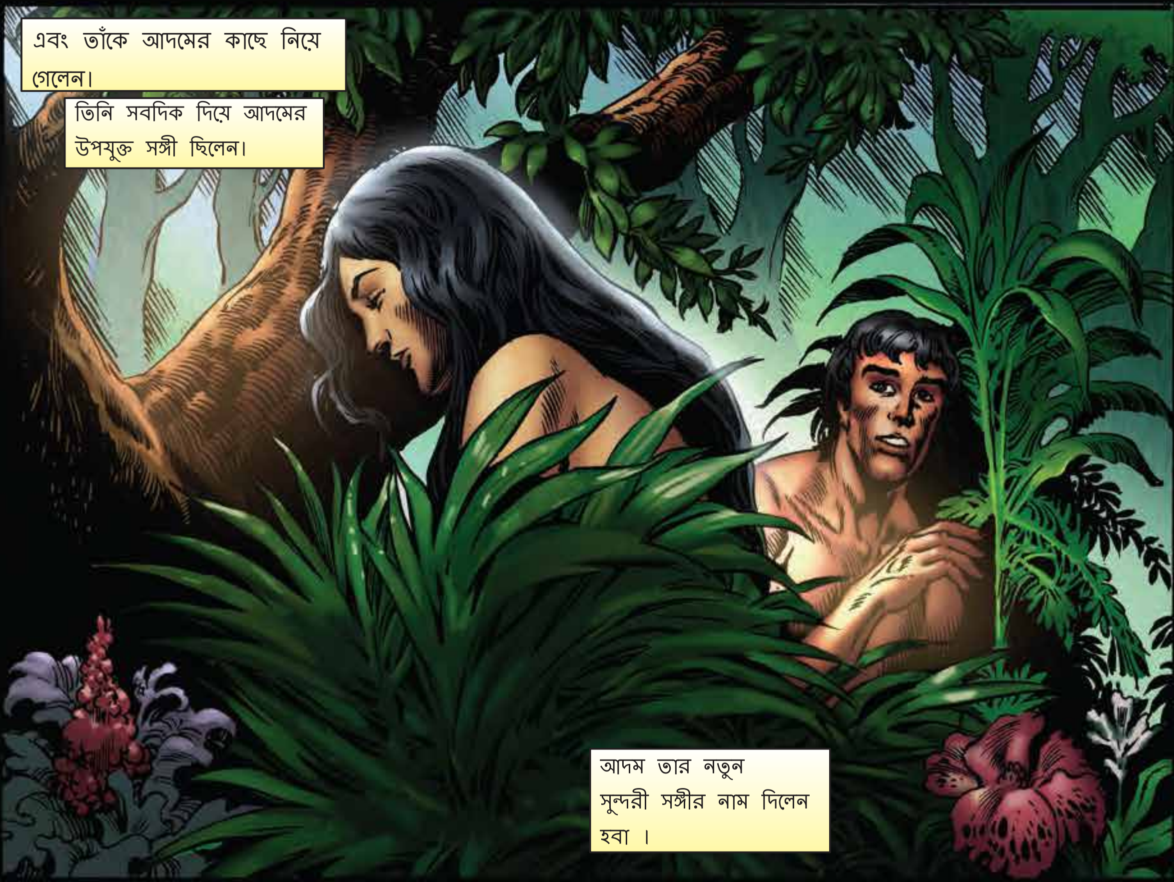
এবং তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন।
তিনি সবদিক দিয়ে আদমের উপযুক্ত সঙ্গী ছিলেন।
আদম তার নতুন সুন্দরী সঙ্গীর নাম দিলেন হবা ।

ঈশ্বর নারীকে পুরুষের কাছে নিয়ে আসলেন –আর ঈশ্বর নিজে সর্বপ্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন ।
হবার অপরূপ সৌন্দর্যে আদম বিমোহিত হয়েছিলেন যা, ঈশ্বর তাঁকে আসধারন উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন ।

শয়তান ,পতিত স্বর্গদূতদের একজন, এখন ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা ধ্বংস করতে চাইছে ।
সে দেখছিলো এবং ঈশ্বরের চমৎকার কাজকে নষ্ট করার জন্য সুযোগ খুঁজছিলো ।
তাই সে সাপের বেশে বাগানে প্রবেশ করলো এবং হবার সাথে কথা বললো।
প্রথম যে কাজটি সে করতে চেষ্টা করেছিল তা ছিল ঈশ্বর যা বলেছেন বিষয়ে প্রশ্ন করা।
ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?
ঈশ্বর তাদেরকে কি বলেছেন সে বিষয়ে হবা সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন এবং সেই কথাগুলো পুনরুক্তি করেছিলেন।
বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন, তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।

তারপর শয়তান একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাকে প্রলোভনে ফেলবার জন্য ঈশ্বরের সুনাম এবং চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো ।
কিছুতেই তোমরা মরবে না।
ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে তোমরা ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে।
ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর।
আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে
দেখ , আমি মারা যাইনি, কিছুটা খাও --- তাহলে তুমিও জ্ঞানী হয়ে যাবে ।

আমি একি করলাম ?!
হায় হায় !
সেই মুহূর্তে আদম ও হবা ঈশ্বরের ভালাবাসাপূর্ণ আদেশের বিরুদ্ধে পাপ করে-প্রথমবারের মত লজ্জার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।
আমার এইরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি !
আমার নোংরা-এবং লজ্জা বোধ করছি।
আদম এবং হবা তাদের লজ্জা ঢাকবার জন্য কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগরা তৈরী করে নিলেন ।
যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন তাঁরা বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন ।

তুমি কোথায়?
বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি ।
' তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল ?
যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?
যে নারীকে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে -আর আমি তা খেয়েছি ।
তুমি এ কি করেছ?
শয়তান আমাকে প্রতারিত করেছে ,সে আমাকে বলেছিলো যে আমার মৃত্যু হবে না - তাতে ভালমন্দের জ্ঞান পেয়ে আমি তোমার মত হয়ে উঠবো।
সে আমাকে মিথ্যা বলেছে...
তোমার এই কাজের জন্য ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী অভিশপ্ত - তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলা খাবে।
আমি তোমার ও নারীর মধ্যে মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব ...
... এবং তোমার বংশ ও নারীর মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যেও।
সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।
ঈশ্বর শয়তানকে এবং তাঁর সমস্ত দূতদের ধ্বংস করতে পারতেন কিন্তু তিনি মানবজাতিকে একটি পরীক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রাখলেন- এটি দেখার জন্য যে কে ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে এবং কে শয়তান ও তার বিদ্রোহকে অনুসরণ করবে।
এটি এখানে আছে যে ঈশ্বর একটি ভবিষ্যতের যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যখন এই নারীর মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে মনোনীত একজন শয়তানকে পরাজিত করবে - এবং পাপ ও মৃত্যুর অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে ।

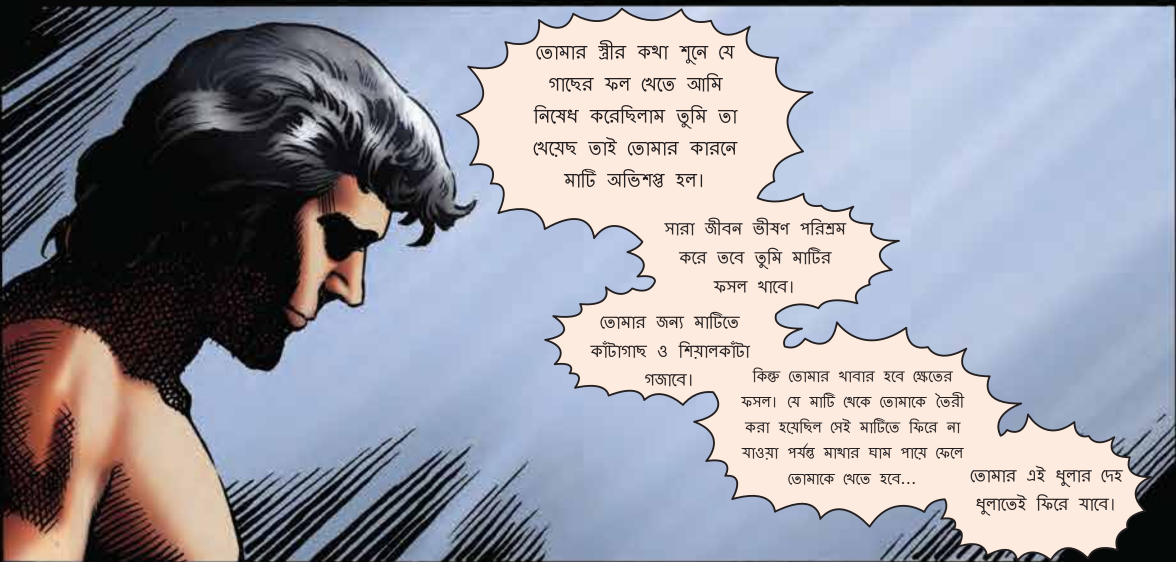

আদিপুস্তক ৩:১৬ - ২২

এইভাবে ঈশ্বর তাঁদের এদন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।
এই পাপ কাজের জন্য তিনি আর তাদের অনন্ত জীবন দান করলেন না ।
তারপর তিনি জীবন-গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য দূতদের রাখলেন, আর সেই সংগে সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকল।
ঈশ্বরের প্রতি একজনের আবাধ্যতা অনেকের জন্য যন্ত্রণার পরিনতি নিয়ে আসলো।
আদিপুস্তক ৩:২৩ - ২৪

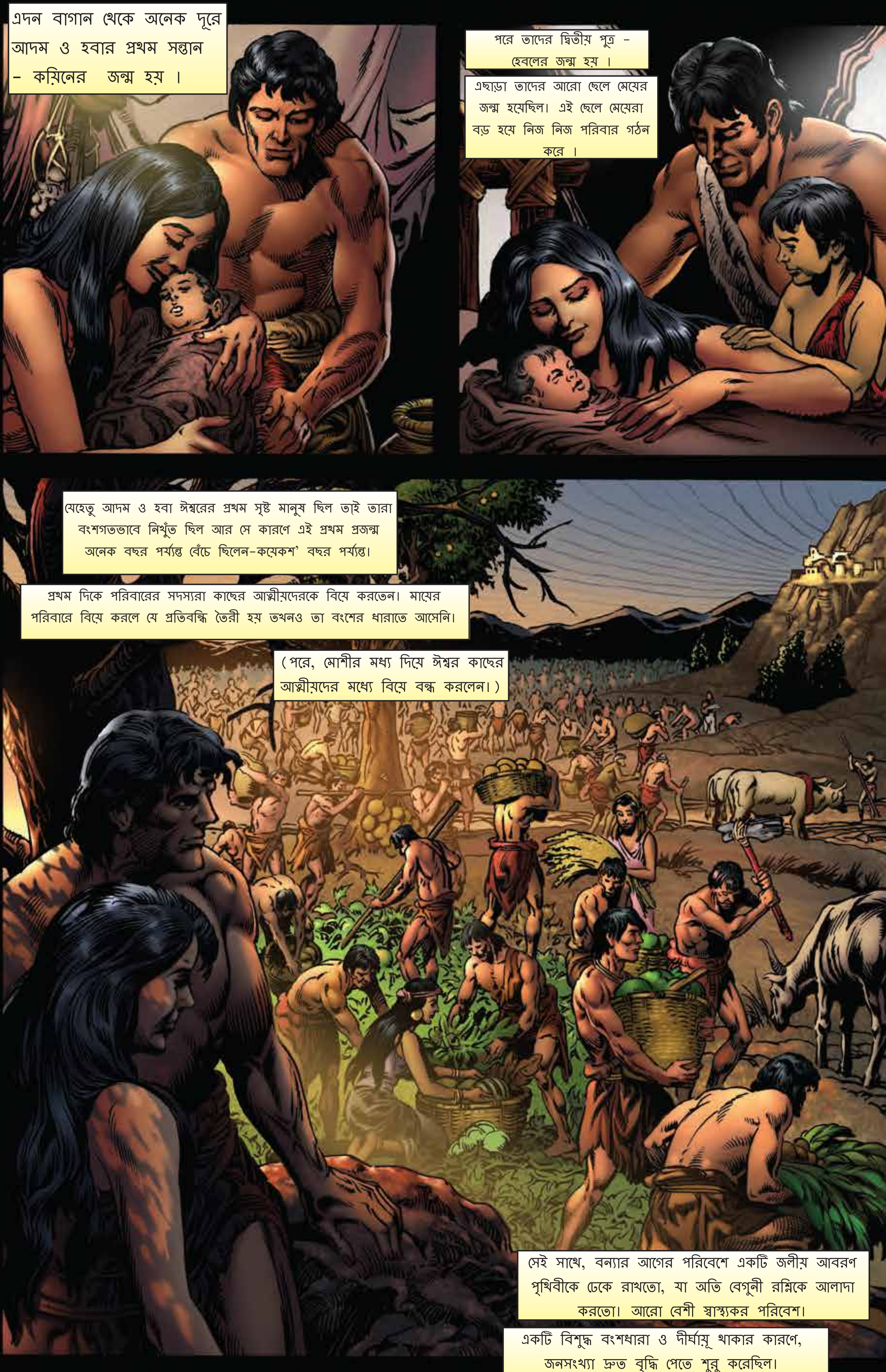
এদন বাগান থেকে অনেক দূরে আদম ও হবার প্রথম সন্তান - কয়িনের জন্ম হয় ।
পরে তাদের দ্বিতীয় পুত্র - হেবলের জন্ম হয় ।
এছাড়া তাদের আরো ছেলে মেয়ের জন্ম হয়েছিল। এই ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে নিজ নিজ পরিবার গঠন করে ।
যেহেতু আদম ও হবা ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ ছিল তাই তারা বংশগতভাবে নিখুঁত ছিল আর সে কারণে এই প্রথম প্রজন্ম অনেক বছর পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন-কয়েকশ' বছর পর্য্যন্ত।
প্রথম দিকে পরিবারের সদস্যরা কাছের আত্মীয়দেরকে বিয়ে করতেন। মায়ের পরিবারে বিয়ে করলে যে প্রতিবন্ধি তৈরী হয় তখনও তা বংশের ধারাতে আসেনি।
(পরে, মোশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কাছের আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে বন্ধ করলেন।)
সেই সাথে, বন্যার আগের পরিবেশে একটি জলীয় আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে রাখতো, যা অতি বেগুনী রশ্মিকে আলাদা করতো। আরো বেশী স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
একটি বিশুদ্ধ বংশধারা ও দীর্ঘায়ূ থাকার কারণে, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল।

যখন কয়িন ও হেবল বড় হয়েছিলো , তখন কয়িন জমি চাষ করতে পছন্দ করত ।
আর হেবল ভেড়ার পাল চরাতে পছন্দ করত।
ঈশ্বর এই পরিবার ও তাদের সন্তানদের কাছে পাপের গুরুত্বকে স্মরণ করার জন্য কিভাবে উৎসর্গ করতে হয় তা প্রকাশ করেছিলেন।
যদিও মেষপালক এবং কৃষক হওয়া উভয়ই সম্মানজনক পেশা- তবুও কয়িন এব হেবল ভিন্ন আচরণ দেখিয়ে তাদের উৎসর্গ ঈশ্বরের কাছে এনেছিলেন।
হেবল তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো উৎসর্গ করল যা তার হৃদয় থেকে ঈশ্বরের জন্য সবচেয়ে ভাল উৎসর্গ।
এবং এটি ছিল সেই পদ্ধতি যা ঈশ্বর তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ।
কয়িন তার পরিবর্তে নিজের পছন্দ মত কিছু শস্য উৎসর্গ করল ।
সদাপ্রভু হেবল ও তার উৎসর্গ গ্রহণ করলেন, কিন্তু কয়িন ও তার উৎসর্গ গ্রহণ করলেন না।

কেন তুমি রাগ করেছো?
আর কেনই বা মুখ কালো করে আছ?
যদি তুমি ভাল কাজ কর, তাহলে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না?
কিন্তু যদি ভাল কাজ না কর,তবে তো পাপ তোমাকে পাবার জন্য তোমার দরজায় এসে বসে থাকবে।
কিন্তু তাকে তোমার বশে আনতে হবে।
কিন্তু কয়িন ঈশ্বরের কথার বাধ্য হলেন না...
প্রিয় ভাই, এস দেখো ,ঈশ্বর কিভাবে আমার নতুন ফসলকে আশীবাদ করেছেন।
কিন্তু ভাই, এই...
আহ্

আদিপুস্তক ৪: ৬-৮

কিন্তু কোনকিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকানো যায় না -তিনি সব কিছু জানেন এবং দেখেন ।
ঈশ্বর কয়িনের কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন...
তোমর ভাই, হেবল কোথায় ?
আমি কিভবে তা জানবো -আমার ভাইয়ের দেখাশোনার ভার কি আমার উপর?
এ তুমি কি করেছ?
দেখ, জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমার কাছে কাঁদছে।
জমি যখন তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করবার জন্য মুখ খুলেছে তখন জমির অভিশাপই তোমার উপর পড়ল।
তুমি যখন জমি চাষ করবে তখন তা আর তোমাকে তেমন ফসল দেবে না।
কয়িন, যে জমি চাষ করতে ভালোবাসতো ,সে এখন পলাতক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।
আমার শাস্তি সহ্যের অতিরিক্ত, আজ তুমি আমাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, যার ফলে আমি তোমার চোখের আড়াল হয়ে যাব।.
... পলাতক হয়ে যখন আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব তখন যার সামনে আমি পড়ব সে-ই আমাকে খুন করতে পারে।
তাহলে ,যে তোমাকে খুন করবে তার উপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে।
এর পরে কয়িন সদাপ্রভুর সামনে থেকে চলে গিয়ে এদনের পূর্ব দিকে একটা দেশে বাস করতে লাগল।

আদিপুস্তক ৪: ১৭- ২২

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে আর একটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন যার নাম শেথ- খুন হওয়া ছেলের পরিবর্তে আর একটি সন্তান দিলেন।.

শেথের বংশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মুক্তিদাতার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন-যিনি মশীহ্-একদিন আসবেন।

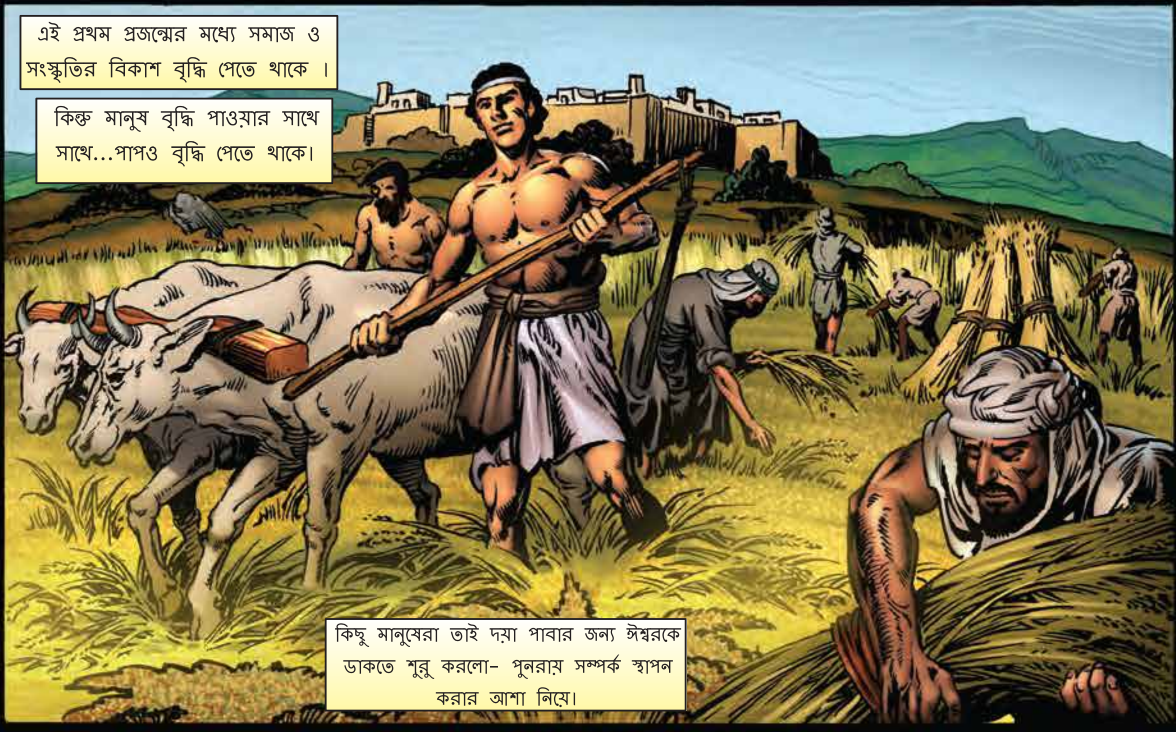
এই প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ।
কিন্তু মানুষ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে...পাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে।
কিছু মানুষেরা তাই দয়া পাবার জন্য ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করলো- পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার আশা নিয়ে।

কিন্তু সমাজের বেশীরভাগ মানুষ সন্ত্রাসী হয়ে উঠলো – আর লোকেরা অনৈতিক হয়ে উঠলো।
যে ধাতু দিয়ে তারা বিভিন্ন সরঞ্জাম বানাচ্ছিল তা দিয়ে তারা আঘাত হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈরী করলো
তাদের সমস্ত চিন্তাগুলো মন্দ ছিল এবং কেউ ধার্মিকতায় জীবন যাপন করতো না।
পুরুষেরা অন্য পুরুষদেরকে তাদের চাকর বানাচ্ছিল।
আদম একটা পাপ করেছিলেন- কিন্তু তারা বংশধরেরা এখন আরো বেশী পাপ করছিল।
এতে সদাপ্রভু দুঃখ পেলেন যে তিনি এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন- এবং তাঁর অন্তর ব্যথায় পূর্ণ হল।
ঈশ্বর- যিনি পবিত্র এবং নির্দোষ- তিনি পৃথিবীতে যা ঘটছে সেই মহাদুষ্টতা দেখে দুঃখ পেলেন।
তাই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা মুছে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করলেন- মানুষ এবং পশুপাখি উভয়ই যা কিছু পৃথিবীতে ছিল।
কিন্তু একজনের উপর সদাপ্রভু সন্তুষ্ট রইলেন।

আদি ৬:৫-৮